● **প্রশ্ন ঃ ভারতের ইতিহাসকে রোমিলা থাপার কয় ভাগে বিভক্ত করেছেন ও কি কি?**

○ **উত্তর ঃ** রোমিলা থাপার ভারতের ইতিহাসকে চারভাগে ভাগ করেছেন—আদি ঐতিহাসিক পর্ব (৮০০ খ্রিঃ পর্যন্ত), আদি মধ্যযুগ (৮০০—১৩০০), মধ্যযুগ (১৭৫০ পর্যন্ত) ও আধুনিক যুগ।

● **প্রশ্ন ঃ আদি ঐতিহাসিক পর্বের প্রধান লক্ষণ কয়টি ও কি কি?**

○ **উত্তর ঃ** আদি ঐতিহাসিক পর্বের লক্ষণ তিনটি যথা (ক) আঞ্চলিক রাষ্ট্রের উদ্ভব ও বিকাশ। (খ) রাজন্য ও ক্ষত্রিয়রা হলো শাসকগোষ্ঠী (গ) রাষ্ট্র হল অতিকেন্দ্রিভূত ও আমলাতান্ত্রিক।

● **প্রশ্ন ঃ আদি ঐতিহাসিক পর্ব থেকে আদি মধ্যযুগে উত্তরণের কয়টি ব্যাখ্যা পাওয়া যায় ও কি কি?**

○ **উত্তর ঃ** আদি ঐতিহাসিক পর্ব থেকে আদি মধ্যযুগে উত্তরণের তিনটি বিশদ ব্যাখ্যা য'য়। প্রথমটি হল অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায়ের, দ্বিতীয়টি রামশরণ শর্মার এবং তৃতীয়টি ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায়ের।

● **প্রশ্ন ঃ রোমিলা থাপার কোন্ গ্রন্থে ভারতবর্ষের প্রাচীনকালের ইতিহাসকে (History of Early India) রূপে অভিহিত করেছেন?**

○ **উত্তর ঃ** রোমিলা থাপার তাঁর (Interpreting Early India) গ্রন্থে ভারতবর্ষের প্রচীন কালের ইতিহাসকে (History of Early India) রূপে অভিহিত করেছেন।

● **প্রশ্ন ঃ ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায়ে আদি মধ্যযুগের ভারত ইতিহাসের কোন্ কোন্ বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করেছেন?**

○ **উত্তর ঃ** ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায় আদি মধ্যযুগের যে বৈশিষ্ট্যগুলি চিহ্নিত করেছেন সেগুলি হল রাজনৈতিক বিকেন্দ্রিকরণ, মধ্যস্বত্বভোগী ভূমধ্যকারী শ্রেণীর অভ্যুদয়, বাজার অর্থনীতি থেকে স্বনির্ভর অর্থনীতিতে রূপান্তর, কৃষকদের অবস্থান, ক্রমাগত জাতপাত ভিত্তিক মনোভাবের বৃদ্ধি, সামন্তকরণের অগ্রগতি।

● **প্রশ্ন ঃ কখন 'আদি মধ্যযুগ' এই অভিধাটি ভারতীয় ইতিহাস চর্চার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে?**

○ **উত্তর ঃ** ১৯৫০-এর দশক থেকে 'আদি মধ্যযুগ' এই অভিধাটি ভারতীয় ইতিহাস চর্চার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ রামশরণ শর্মার কোন্ গ্রন্থটি আদি মধ্যযুগ নিয়ে লিখিত? এটি কবে প্রকাশিত হয়?

উত্তর ঃ রামশরণ শর্মার লেখা গ্রন্থ / সোশাল চেঞ্জেস ইন আর্লি মিডেইভ্যাল ইন্ডিয়া"। ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

প্রশ্ন ঃ রামশরণ শর্মা কোন্ প্রধান বৈশিষ্ট্যকে আদি মধ্যযুগের সূচনাকাবী হিসেবে বর্ণনা করেছেন? তার গ্রন্থটির নাম কি?

উত্তর ঃ ভারতে আদি মধ্যযুগের সূচনাকারী প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসেবে সামন্ততন্ত্রের উদ্ভবের প্রসঙ্গ টি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর গ্রন্থটির নাম 'ইন্ডিয়ান ফিউডালিজম'।

Scanned with CamScanner